

## দানয়িলেরে পুস্তক - বাইশ নম্বর

ভবষ্টিদ্বাণীমূলক বতিরকরে উন্মোচন: পশ্চাতরে বৃষ্টি ও চূড়ান্ত সংকটরে পদ্ধতিবিদ্যা

Jeff Pippenger  
2023-12-17

ঈশ্বর কর্তৃক অনুমোদিত যৈ পদ্ধতি, তা ইশাইয়াহরে আঠাশ ও ঊনত্রিশি অধ্যায়ে বশিষেভাবে চহ্নিতি করা হযছে, যখনে সেই পদ্ধতিটি 'রখোর পর রখো' হিসেবে উপস্থাপতি হযছে। ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশতি বাক্য আঠারো অধ্যায়ে সেই পরাক্রান্ত স্বরগদূত অবতীরণ হলনে, এবং এভাবে তিনি ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্ট যৈ অবতরণ করছেলিনে, তারই পুনরাবৃত্তি করলনে। উভয় ক্ষতেরই, তাঁর অবতরণরে পর বাবলিকে পততি বলে ঘোষণা করা হযছেলি, এবং যারা এখনও তার মধ্যে আছে তাদের বরেয়ি আসার জন্ম একটি আহ্বান জানানো হযছেলি, এবং শীঘ্রই আবারও জানানো হবো। উভয় ক্ষতেরই, যৈ ঘটনা ভবষ্টিদ্বাণীটি পূরণ করছেলি, তা বশিব্ব্যাপী প্রভাব ফলেছেলি; কারণ যমেন ১৮৪০ সালরে প্রথম স্বরগদূতরে বারতা 'পৃথিবীর প্রতটি মর্শিন স্টেশনে' পৌঁছে দেওয়া হযছেলি, তমেনি ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বররে ঘটনাটিও সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবতি করছেলি এবং সবাই তা বুঝছেলি। ১৮৪০ সালরে ১১ আগস্ট যৈ ভবষ্টিদ্বাণী পূরণ হযছেলি, তা ছিল এমন এক ভবষ্টিদ্বাণী যা 'দ্বিতীয় হায' সম্পর্কতি ইসলামরে উপর আরোপতি এক সংঘমকে নর্দিশে করছেলি, এবং ২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বররে অব্যবহতি পরই 'তৃতীয় হায' সম্পর্কতি ইসলামরে উপরও একটি সংঘম আরোপ করা হযছেলি।

১১ আগস্ট, ১৮৪০ প্রতনিধিত্ব করে ১৭৯৮ সালরে শেষে সময়ে উন্মোচতি বারতার শক্তবিদ্ধিকে, এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১ প্রতনিধিত্ব করে ১৯৮৯ সালরে শেষে সময়ে উন্মোচতি বারতার শক্তবিদ্ধিকে। প্রথম স্বরগদূতরে আন্দোলনরে প্রধান নযিমটি ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ নশ্চিতি হযছেলি, এবং সেই নযিম ছিল দনি-বরষ নীতি। তৃতীয় স্বরগদূতরে আন্দোলনরে প্রধান নযিমটি ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ নশ্চিতি হযছেলি। ওই নযিমটি হিলো, "পঙ্কতির পর পঙ্কতি," এনে সত্য প্রতষ্টি করা, যা প্রদর্শন করে যৈ শেষেটি শিরু দ্বারা চতিরতি হয, এবং ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ঘটনাটি শুধু সিস্টার হোয়াইটরে প্রত্যক্ষ উক্ততিই প্রতষ্টি নয, বরং আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো এই যৈ ঘটনাগুলি মিলারাইট ইতিহাসরে একই মাইলফলকরে সঙ্গে হুবহু সমান্তরাল ছিল। ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এর ঘটনায় যা স্বীকৃত হযছেলি, তা ভবষ্টিদ্বাণীর পরপূর্তি যতটা নয, তার চয়ে বশেই ছিল মিলার ও তাঁর সহযোগীদের গৃহীত পদ্ধতির দৃঢ়তা।

ঘটনাটি ভবষ্টিদ্বাণীকে যথাযথভাবে পূরণ করছেলি। যখন এটি জানা গলে, মিলার ও তাঁর সহযোগীরা গ্রহণ করা ভবষ্টিদ্বাণীমূলক ব্যাখ্যার নীতিগুলোর যথার্থতা সম্পর্কে অসংখ্য মানুষ নশ্চিতি হিলো, এবং অ্যাডভেন্ট আন্দোলন এক বস্মিক প্ররণা পলে। শক্তি ও মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মিলাররে সঙ্গে যুক্ত হলনে—তাঁর মতামত প্রচার ও প্রকাশ, উভয় ক্ষতেরই; এবং ১৮৪০ থেকে ১৮৪৪ সাল পর্যন্ত কাজটি দ্রুত সম্প্রসারতি হিলো। দ্য গ্রটে কনট্রোভার্সি, ৩৩৫।

২০০১ সালরে ১১ সেপ্টেম্বর, যখন পশ্চাতবরষা পরমাপতি হতে শুরু করল, তখন থেকে 'বতিরক' ছিল এবং এখনও রযছে সত্য বা মথিয়া পদ্ধতি নযি। মিলারাইট আন্দোলনরে

ভবষ্টিদ্বাণীগুলো ১৮৪৩ ও ১৮৫০ সালের উভয় চার্টে উপস্থাপিত হয়েছে; এই চার্টগুলোকো সিস্টার হোয়াইট প্রভু কর্তৃক পরিকল্পিত বলে সমর্থন করেন এবং হবক্কুক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্ণতা হিসেবে উল্লেখ করেন। মলিার ও তাঁর সহযোগীরা গ্রহণ করছিলেন এমন 'ভাববাণীর ব্যাখ্যার নীতমালা'র মাধ্যমে যে মলিারাইটদের বার্তা উৎপন্ন হয়েছিল, এবং যা পরবর্তীতে 'অসাধারণ প্রেরণা' সৃষ্টি করে মধ্যরাতর ডাকার বার্তাকে শক্তিশালী করেছিল, তা ঐ দুই পবতির চার্টে উপস্থাপিত ছিল। ঐ দুই পবতির চার্টে উপস্থাপিত ভবষ্টিদ্বাণীগুলো মলিারের ভবষ্টিদ্বাণীমূলক নয়িমাবলির দ্বারা সনাক্ত ও প্রতীষ্টিত হয়েছিল। চার্টগুলো হবক্কুককে দেওয়া সেই আদেশের পূর্ণতা ছিল, যখনে মলিারের পদ্ধতিতে প্রতীষ্টিত ভবষ্টিদ্বাণীগুলোকো বহুবচনে 'ফলকসমূহে' দৃশ্যমানভাবে উপস্থাপনের জন্য বলা হয়েছে। হবক্কুক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় ইশাইয়া গ্রন্থের সাতাশ অধ্যায়ে 'বতিরক'কে চিহ্নিত করে এবং তার সঙ্গুগে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত।

আমি আমার প্রহরাস্থলে দাঁড়াব, বুজুরে উপর নজিকে স্থাপন করব; তনি আমাকে কী বলবেন, এবং যখন আমাকে ভর্তসনা করা হবে তখন আমি কী উত্তর দেবে, তা দেখার জন্য আমি নিজের রাখব। হাবাক্কুক ২:১

পদে "reproved" শব্দটির অর্থ 'তর্ক করা'। প্রথম ও তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের প্রহরীদের উভয়কই প্রতিনিধিত্বকারী হাবাক্কুককে সঙ্গুগে তর্ক করা হতে চলছিল, এবং বতিরক শুরু হলে তনি কী জবাব দেনে তা তনি বুঝতে চেয়েছিলেন। প্রথম স্বর্গদূতের ইতিহাসে উত্তরটি ছিল দুটি পবতির চার্ট প্রণয়ন, আর তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের ইতিহাসে উত্তরটি ছিল 'হাবাক্কুককে দুই টবেলি' শিরোনামের ভবষ্টিদ্বাণীমূলক সরিজি প্রণয়ন। চার্টগুলি ও সরিজিটি ঐ প্রত্যকে ইতিহাসে উপস্থাপিত পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। হাবাক্কুককে গ্রন্থে, ঐ পদ্ধতি বোঝায় যে প্রহরীরা বার্তাটি প্রতীষ্টি করতে কোন উপায় ব্যবহার করে, এবং এটি সেই 'বতিরক' বস্তুটিকেও চিহ্নিত করে, যা পরণামে দুই শ্রণের উপাসক সৃষ্টি করে।

আমি আমার প্রহরাস্থানে দাঁড়াব, এবং দুর্গপ্রাচীরে অবস্থান নেবে; তনি আমাকে কী বলবেন, এবং আমি তিরিস্কৃত হলে কী জবাব দেবে, তা দেখবার জন্য আমি লিঙ্ক রাখব। তখন প্রভু আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, 'দর্শনটি লিখি, এবং ফলকসমূহে তা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ কর, যাতে যে পড়ে, সে দৌড়তে পারে। কারণ দর্শনটি এখনো নির্ধারণিত সময়ের জন্য; কনিতু শেষে তা কথা বলবে এবং মথিয়া বলবে না। যদিও বলিম্ব করবে, তবু তার জন্য অপেক্ষা কর; কারণ তা অবশ্যই আসবে, বলিম্ব করবে না। দেখে, যার প্রাণ উদ্ধত, তার মধ্যে ঋজুতা নেই; কনিতু ধার্মিকি তার বিশ্বাসে বাঁচবে।' হাবাক্কুক ২:১-৪.

এক শ্রণী বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি সাব্যস্ত, আর অন্য শ্রণী আত্মায় নজিদের উঁচু করে—যমেন ফরীশি ও শুল্ক আদায়কারীর উদাহরণে দেখা যায়। ফরীশি এমন এক পদ্ধতির উপর ভরসা করত যা রীতি ও পরম্পরার ভিত্তিতে স্থাপিত ছিল, এবং ফরীশি এমন এক ধর্মীয় ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্বও করত, যারা নজিদের ঈশ্বরের মনোনীত জাতি ও সত্যের রক্ষক বলে ঘোষণা করা ব্যক্তিদ্বারা পরিচালিত এক পদানুকরমিকি ব্যবস্থা প্রয়োগ করে তাদের পালকে ন্যূনতরগে রাখত; কনিতু যারা শেষে পর্যন্ত সত্যকেই ক্রুশবদ্ধ করার কাজে অংশ নিয়েছিল। যশাইয়-এর সাতাশ অধ্যায়ে ভবষ্টিদ্বাণীমূলক 'বতিরক'টি সত্য ও মথিয়া বাইবেলীয় পদ্ধতি নিয়ে। সেই 'বতিরক'-এর প্রতীদ্বন্দ্বী পক্ষ হলো, একদিকে যারা সেই সময়ের জন্য এলিয়াহের পদ্ধতি অনুসরণ করে, আর অন্যদিকে দীর্ঘদিন ধরে প্রতীষ্টিত

ধর্মতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদের ব্যবস্থা—যার প্রতরূপ খ্রিস্টের সময়ের সানহদেরনি।

সাতশতম অধ্যায় নরিদশে করে যে “বতিরক” শুরু হয় যখন তিনি “থামান,” অর্থাৎ যখন ঈশ্বর “পূর্ব-পবনের দিনে” “তাঁর তীব্র বায়ু” সংযত করেন। “পরমাপমতো, যখন তা উদ্গত হয়, তুমি তার সঙ্গে বতিরক করবে; তিনি পূর্ব-পবনের দিনে তাঁর তীব্র বায়ু থামিয়ে রাখেন। অতএব, এর দ্বারা যাকোবেরে অন্যায় শুদ্ধ করা হবে।” “শুদ্ধ করা” শব্দটির অর্থ প্রায়শ্চিত্ত করা, এবং তা অনুসন্ধানমূলক বচারে পাপ মুছে ফেলার প্রতিনিধিত্ব করে। যে পদ্ধতি নিয়ে বতিরক হয়, সটেসিই পরীক্ষাকে নরিদশে করে যাতে অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে, যদি ঈশ্বরের লোকদের পাপ মুছে ফেলা হয়। পরীক্ষা হিসেবে এলিয়ার পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব খ্রিস্টের ইতিহাসে দেখা যায়, যখনে আমাদের আগভোগই সতরক করা হয়েছে যে, সেই সময়ে যারা বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বারতা (যাকে খ্রিস্ট এলিয়া হিসেবে চিহ্নিত করছিলেন) প্রত্যাখ্যান করছিলি, তারা যিশুর শিক্ষার দ্বারা উপকৃত হতে পারেনি।

পরবর্তী বৃষ্টির বাণীকে যিশুর শিক্ষা হিসেবে বরণতি করা হয়েছে, কারণ তিনি হিলনে বাক্য; এবং এর থেকেও বেশি, পরবর্তী বৃষ্টিকে “প্রশান্তি” হিসেবে বরণতি করা হয়েছে, যা “প্রভুর উপস্থিতি” হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অতএব তোমরা পশ্চাততাপ কর এবং ফরি এসো, যাতে তোমাদের পাপসমূহ মুছে ফেলা যায়, যখন প্রভুর উপস্থিতি থেকে প্রশান্তির সময়সমূহ আসবে; আর তিনি পাঠাবেন যিশু খ্রিস্টকে, যিনি পূর্বে তোমাদের কাছে প্রচারিত হয়েছিলেন। প্রেরিতদের কার্য ৩:১৯, ২০।

সিস্টার হোয়াইট চিহ্নিত করছেন যে ১১ আগস্ট, ১৮৪০-এ প্রকাশিত বাক্য পুস্তককে দশম অধ্যায়ে যে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনি “স্বয়ং যিশু খ্রিস্টই” ছিলেন। অতএব ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ যে স্বর্গদূত অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তিনিও “স্বয়ং যিশু খ্রিস্টই” হতেন। উভয় ইতিহাসই তাঁর অবতরণ সত্য বা ভ্রান্ত পদ্ধতি নিয়ে নবীসুলভ “বতিরক”-এর সূচনা নরিদশে করে, কারণ তা তাঁর হাতে থাকা সেই পুস্তককে দ্বারা চিহ্নিত, যা ঈশ্বরের লোকদের খতে আদর্শে দেওয়া হয়েছিলি। গালীলে থাকাকালে যিশু শিষ্যদের নরিদশে দিয়েছিলেন যে তাঁদের তাঁর মাংস খতে এবং তাঁর রক্ত পান করতে হবে, কারণ সেখানে তিনি দাবি করছিলেন যে তিনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা রুটী সেখানে তিনি তাঁর পরিচর্যার অন্য যে কোনো সময়ে তুলনায় বেশি শিষ্য হারিয়েছিলেন, আর যারা চল গিয়েছিলি, তারা আর কখনও ফরি আসেনি। তারা চল গিয়েছিলি কারণ তারা তাঁর শিক্ষাকে সঠিক আধ্যাত্মিক অর্থে প্রয়োগ করার বদলে, তাঁর কথাগুলোকে শব্দার্থে গ্রহণ করার ভ্রান্ত পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করার পথ বেছে নিয়েছিলি। ইশায়ার সাতশতম অধ্যায়ে “বতিরক” একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক মাইলফলক, যার পক্ষে একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে যে এটি এমন এক প্রতিষ্ঠিত, ঘোষিত বাইবেলীয় বিশ্লেষণ-পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে যা এলিয়াহ দূতের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকৃত পদ্ধতির মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে আছে।

এটি ঈশ্বরের পূর্ববর্তী চুক্তিও নরিবাচতি জাতিকে ক্রমশ পাশ কাটিয়ে যাওয়ার একটি নরিদর্শিত বিন্দু নরিদশে করে, এবং একই সঙ্গে চুক্তিগত সম্পর্কের সূচনা নরিদশে করে তাদের সঙ্গে, “যারা পূর্বে ঈশ্বরের লোক ছিল না।” “debate” আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে সেই সময়পূর্বের সূচনা নরিদশে করে, যা শীঘ্রই আসন্ন Sunday law দিয়ে সমাপ্ত হবে। Alpha এবং Omega সর্বদা শুরুর সঙ্গে শেষকে একতরে উপস্থাপন করে, এবং এভাবে সেই “debate” নজিই আমাদের পতিপুরুষদের পাপগুলোর একটির প্রতীক হয়ে ওঠে, যা Leviticus twenty-six

prayer পূরণ করতে স্বীকার ও পাপস্বীকার করা আবশ্যিক।

দানযিলেরে নবম অধ্যায়ে প্রার্থনা প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে সাড়ে তিনি দিনের উপসংহারে যে প্রার্থনা অর্পণ করতে হবে, তার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সময়কালটি যিশাইয়া সাতশ অধ্যায়ে এইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে: “সুরক্ষিত নগর জনশূন্য হবে, বাসস্থান পরিত্যক্ত হবে, এবং মরুভূমির মতো ফলে রাখা হবে; সেখানে বাছুর চরবে, সেখানে সে শূয় থাকবে, এবং তার ডালপালা খেয়ে ফলেবে। যখন তার ডালপালা শুকিয়ে যাবে, সেগুলো ভেঙে ফেলো হবে; নারীরা এসে সেগুলোতে আগুন ধরাবে; কারণ এটি বোধশূন্য এক জাতি; অতএব যিনি তাদের সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের ওপর দয়া করবেন না, এবং যিনি তাদের গঠন করেছেন তিনি তাদের প্রত্যেকেরো অনুগ্রহ দেখাবেন না।”

দুই সাক্ষীকে 'কোনো অনুগ্রহ' দেখানো হয় না, কারণ তারা এমন একটি মিথ্যা ভবষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিল যা সাড়ে তিনি দিনের 'অরণ্য' পর্বের সূচনা ঘটিয়েছিল। তারা তখন 'বোধহীন জাতি' হয়ে যায়, যদগু তারা আগে ছিল 'দুরগনগর'। সেই নগর তখন 'নির্জন' হয়ে গলে এবং একটি 'পরিত্যক্ত' 'আবাসস্থল' হয়ে উঠল। তা সদোম ও মশিরের নগরের রাস্তায় পড়ে থাকা মৃত, শুকনো হাড়ের পরণিত হলো। তারপর মৃতদের উঠতে আহ্বান করা হল, তাদের পতিপুরুষদের পাপ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে সেই 'বতিরক', যে পর্বটি প্রথম বার্তার ক্রমতায়নের মাধ্যমে শুরু হয়ে তৃতীয় বার্তার আগমনের মাধ্যমে শেষ হয়, তার সূচনায়। বতিরকটি হলো তাদের ইতিহাসের এলিয়াহ যে পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেন, তা গ্রহণ করা হবে নাকি প্রত্যাখ্যান করা হবে। ১৮৬৩ সালে, অ্যাডভেন্টজিমের পতিপুরুষরা মোশরি 'সাত বার' বার্তাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, যা এলিয়াহ উপস্থাপন করেছিলেন।

২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে, ইশাইয়া সাতশ অধ্যায়ে শুকিয়ে যাওয়া ডালপালাকই সদ্বিধানত নতি হবে তারা গাললিরি গরিজার পাপ, ১৮৬৩ সালের ইতিহাস এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করবে কিনা। হাবাকুক দ্বিতীয় অধ্যায় ও ইশাইয়া সাতশ অধ্যায়, এবং এলিয়াহ, বাপ্তিস্মদাতা যোহন ও উইলিয়াম মলিয়ারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করা পদ্ধতিকে প্রত্যাখ্যান করা মানো আমাদের পূর্বপুরুষদের পাপ পুনরাবৃত্তি করা—বরং সেই পবিত্র উদাহরণসমূহ থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে, যা নথিভুক্ত ছিল তাদের জন্ম যাদের ওপর পৃথিবীর অন্তিম সময় এসে পড়েছে।

এখন এই সব ঘটনা তাদের ওপর ঘটেছিল আমাদের জন্ম দৃষ্টান্তস্বরূপ; এবং সেগুলো লেখা হয়েছে আমাদের সতরকতার জন্ম, যাদের ওপর যুগের শেষে এসে পৌঁছেছে। অতএব যে মনে করে সে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে, সে যেন সাবধান থাকে—পাছে পড়ে যায়। মানুষের সাধারণ প্রলোভন ছাড়া আর কোনো প্রলোভন তোমাদের ওপর আসেনি; কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত, তিনি তোমাদের সামর্থ্যের উর্ধ্বে প্রলোভনে পড়তে দেবেন না; বরং প্রলোভনের সঙ্কে সঙ্কে পালাবার পথও করে দেবেন, যাতো তোমরা তা সহ্য করতে পারো। সুতরাং, আমার অতি প্রিয়জনরো, মূর্তপূজা থেকে পালাও। আমি জিঞ্জিলাদের উদ্দেশ্যে বলছি; আমি যা বলি, তোমরাই বচার করো। ১ করিন্থীয় ১০:১১-১৫।

পবিত্র পদ্ধতিটি মধ্যরাত্রির আহ্বানের বার্তাকে প্রত্যাষ্ঠা করে; স্টেই শেষে বৃষ্টির বার্তা। সেই বার্তাটি আত্মকিভাবে গ্রহণ করলে তদনুরূপ অভিজ্ঞতা জন্মায়, যমেন নশ্চিতভাবে দানযিলে ও তাঁর তিনি সঙ্গীর ডালজাত আহার তাদের চেহেরাকে আরও উজ্জ্বল ও সুপুষ্ট করেছিল। কিন্তু হাবাকুক-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে, যারা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতা প্রাপ্তির প্রস্তুত প্রত্যাখ্যান করে তাদের হোঁচটের কারণ হলো অহংকার, যা তাদের প্রভুকে জানার পথে অগ্রসর হতে বাধা দেয়। যদকিখনো এমন সময় থাকে যখন ঈশ্বরের লোকেরো সত্য

পদ্ধতি গ্রহণের কাজ এবং স্ববর্গদূতের হাত থেকে বার্তাটি আত্মস্থ করার কাজ আর বলিম্ব করতে পারে না, তবে সটেই এখন!

পরবর্তী বৃষ্টির জন্য আমাদের অপেক্ষা করা উচিত নয়। আমাদের ওপর যে অনুগ্রহের শশিরি ও বৃষ্টিধারা বর্ষতি হয়, তা যারা চনিতে নষি়ে আপন করে নেবে, তাদের সকলের ওপরই সটেই আসছে। যখন আমরা আলোর কণাগুলো সংগ্রহ করি, যখন আমরা ঈশ্বরের বর্ষিত করণের মূল্য দাই—যনি চান ও ভালোবাসনে যে আমরা তাঁর ওপর ভরসা রাখি—তখন প্রতিটি প্রতিশ্রুতি পূরণ হবে। 'যমেন পৃথিবী তার অঙ্কুর উৎপন্ন করে এবং যমেন উদ্যান তাত বোনা বীজকে অঙ্কুরতি করে, তমেনই প্রভু ঈশ্বর সমস্ত জাতের সামনে ধার্মিকতা ও স্তব উৎপন্ন করাবনে।' ইসায়া ৬১:১১। সমগ্র পৃথিবী ঈশ্বরের মহিমায় পরিপূর্ণ হবে। দ্য সভেনেথ-ডে অ্যাডভেন্টিস্ট বাইবেলে কমনেন্টারি, খণ্ড ৭, ৯৮৪।

ঈশ্বরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বাক্য চহ্নতি করছে যে, নডি ইয়র্ক সটিরি মহান অট্টালকাগুলো ভেঙে ফলো হলে, প্রকাশতি বাক্য আঠারোর দেবদূত অবতরণ করবে এবং "প্রকাশতি বাক্য আঠারো, পদ এক থেকে তনি পূর্ণ হবে।" যশাইয়া সাতাশ সেই সময়কে "পূর্ব বাতাসের দনি" বলে চহ্নতি করে, এবং সটেই সেই সময় যখন "প্রচণ্ড বাতাস" সংবরণ করা হয়। "পরমিাপে, যখন তা বরেয়ি়ে আসে, তুমিতার সঙ্গে বতির্ক করবে; তনি পূর্ব বাতাসের দনিতে তাঁর প্রচণ্ড বাতাসকে থাময়ি়ে রাখনে।" সসিটার হোয়াইটও সেই একই সময় চহ্নতি করছেনে।

"সে সময়, যখন উদ্ধারকার্য সমাপ্তির দকি়ে এগোচ্ছে, পৃথিবীতে বপিদ আসবে, এবং জাতসিমূহ ক্রোধান্বতি হবে, তবুও তাদের নযিন্তরণে রাখা হবে যাত তৃতীয় স্ববর্গদূতের কাজ ব্যাহত না হয়। সে সময় 'শষে বৃষ্টি', অরথাং প্রভুর উপস্থতি থেকে আসা সতজোতা, আসবে—তৃতীয় স্ববর্গদূতের জোরালো কণ্ঠস্বরকে শক্তি দিতি, এবং সাধুগণকে প্রস্তুত করতে, যাত তারা সেই সময়ে অটল থাকতে পারে যখন শষে সাতটি মহামারি টলে দেওয়া হবে।" Early Writings, 85.

যে শক্তি জাতদিরে ক্রোধান্বতি করে, তা পরবর্তী বৃষ্টি পড়া শুরু হলে এসে উপস্থতি হলে। কনিতু সেই শক্তি জাতদিরে ক্রোধান্বতি করামাত্রই, তাকে নযিন্তরণে রাখা হলে, কারণ যশাইয়া লখিছেনে যে তনি 'তাঁর বৃক্ষ বায়ুকে সংযত রাখনে'। বৃক্ষ বায়ু অরথাং পূর্ব বাতাস, এবং সেই বাতাস সংযত থাকে যখন পরবর্তী বৃষ্টি ছিটিয়ি়ে পড়া শুরু করে, আর পরতিরাগের কাজ সমাপ্তির দকি়ে এগোয়। পরতিরাগের সমাপ্তিমূলক কাজই সীলমোহরের সময়। 'পংক্তি পির পংক্তি', এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে সীলমোহর করার সময় যে বৃক্ষ, অরথাং পূর্ব, বাতাস সংযত রাখা হয়, সটেই প্রকাশতি বাক্যের সপ্তম অধ্যায়ের চার বাতাস।

এর পর আমি দেখলাম, পৃথিবীর চার কোণে চারজন স্ববর্গদূত দাঁড়িয়ে আছে; তারা পৃথিবীর চার বাতাসকে ধরে রেখেছে, যনে কোনো বাতাস না বয়—না পৃথিবীর উপর, না সমুদ্রের উপর, না কোনো বৃক্ষের উপর। আর আমি দেখলাম, পূর্ব দকি থেকে আরকে স্ববর্গদূত উঠছে, তার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের সীল রয়েছে; এবং সে উচ্চস্বরে সেই চার স্ববর্গদূতকে বলল, যাদরেকে পৃথিবী ও সমুদ্রের কষতকিরার অধিকার দেওয়া হয়ছে, "আমাদের ঈশ্বরের দাসদের আমরা তাদের কপালে সীল না করা পর্যন্ত পৃথিবীকে, সমুদ্রকে, কংবা বৃক্ষসমূহকে কষতকিরো না।" প্রকাশতি বাক্য ৭:১-৩।

এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার জনের সীলকরণ খরষিটেরে বজিয়ময় যরিশালমে প্রবশেরে মাধ্যমে প্রতীকায়তি হয়ছিলি। সখোনে খরষিট, তাঁর জীবনে একমাত্র সেই সময়, একটি গাধার পঠি সওয়ার হয়ছিলি (যা ইসলামের প্রতীক), এবং লাজরুস শোভাযাত্রার নতৃত্ব দয়ি়ে

যবিশালমে পূর্ববশে করছিলেন। সিস্টার হোয়াইট ওই ইতিহাসে লাজরুসকে সীলরে পূর্বতীক হিসেবে চহ্নিতি করছেন।

খ্রিস্ট লাজরুসরে কাছে আসতে দেরি করছিলেন, যারা তাঁকে গ্রহণ করেনি তাঁদের পূর্বতী করুণাময় একটা উদ্দেশ্যে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে অপেক্ষা করলেন, যাতে লাজরুসকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর একগুঁয়ে, অবশ্বাসী জাতিকে আরকেটা পূর্বমাণ দিতে পারেন যে তিনি সত্যিই 'পুনরুত্থান এবং জীবন'। ইসরায়েলের ঘরদে দরদির, পথহারা ভেড়োগণ—এই জনগণ সম্পূর্ণক সব আশা ছেড়ে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। তাঁদের অনুতাপহীনতার কারণে তাঁর হৃদয় ভেঙে যাচ্ছিল। তাঁর দয়ার কারণে তিনি সংকল্প করছিলেন তাঁদের আরকেটা পূর্বমাণ দিতে যে তিনি ইচ্ছনে পুনরুদ্ধারকারী—একমাত্র তিনিই জীবন ও অমরত্বকে আলোর মধ্য আনতে সক্ষম। এটা এমন এক পূর্বমাণ হওয়ার কথা ছিল, যটাে ঘাজকরো ভুলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। বথোনিয়ায় যতে তাঁর বলিম্বরে এটাই ছিল কারণ। এই শীর্ষ অলৌকিক কাজ—লাজরুসকে জীবিত করে তোলা—তাঁর কাজরে ওপর এবং তাঁর ঈশ্বরত্বরে দাবরি ওপর ঈশ্বরের সীলমোহর বসানোর জন্ম ছিল। দ্য ডিজিয়ার অব এজসে, ৫২৮, ৫২৯।

২০২০ সালরে ১৮ জুলাই শুরু হওয়া বলিম্বকালটা লাজরুসকে পুনরুত্থতি করার আগে খ্রিস্টরে বলিম্বরে দ্বারা পূর্বতীকায়তি হয়। পূর্বকাশতি বাক্ষ অধ্যায় এগারোর বলিম্বকাল সাড়ে তিনি দিনরে শেষে সমাপ্ত হয়। সেই দিনগুলোতে দুই সাক্ষী রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। আর যমেন বলিম্বকালরে পর লাজরুসকে পুনরুত্থতি করা হয়েছিল, তমেনা য়োহনরে দুই সাক্ষীকেও করা হয়েছিল। পুনরুত্থতি হওয়ার পর তারা যবিশালমে পূর্ববশেকারী শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেয়, যা "ঈশ্বরের সীল" এবং "চূড়ান্ত অলৌকিক কাজ"কে পূর্বতনিধিত্ব করে, যা খ্রিস্টরে দবৈত্বরে সাক্ষয় দেয়। এই পুনরুত্থান এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজাররে সীলকরণরে সমাপ্তকিে চহ্নিতি করে; এই সীলকরণ সংঘটিতি হয় তখন, যখন চার বাতাস, পূর্ব বাতাস, পূর্বচণ্ড বাতাস, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ এসে পোঁছেছিল, নয়ন্ত্রণে আটকে রাখা থাকে।

রববাররে আইনরে সেই সময়ে, পূর্বকাশতি বাক্ষ তরেো অধ্যায়রে পৃথবীর পশুর ওপর পূর্বতদিনমূলক বচির আনতে সেই বাতাসগুলো মুক্ত করা হয়। সীলমোহর পূর্বদানরে কালটিতে যে চার স্বর্গদূত এগুলোকে আটকে রাখছেন, এখন সেগুলো এমনকি তাঁদের আঙুলরে ফাঁক গলিয়েও বেরিয়ে যাচ্ছে। পূর্ব বাতাসরে দিনরে বসিয়ে ভাববাণীর আত্মায় থাকা সবচেয়ে গভীর উল্লেখগুলোর একটা টেস্টমোনজিরে নবম খণ্ডে পাওয়া যায়। সেই খণ্ডে অনুপূর্ণগতি বাণী শুরু হয়েছে পৃষ্ঠা এগারো থেকে; সুতরাং পূর্বতীকগতভাবে তা "নাইন-ইলভেন"-এ শুরু হয়। অধ্যায়টির শিরোনাম "চূড়ান্ত সংকট", তবে এটা "রাজার আগমনরে জন্ম" শিরোনামরে একটা বিভাগরে পূর্বথম অধ্যায়ও।

যে সম্পাদকরা গ্রন্থটি সংকলন করছেন, তারা অধ্যায়টির অংশ ও শিরোনাম ইচ্ছাকৃতভাবে কারসাজি করছিলেন—এমন কোনো পূর্বমাণ নেই; তবু রাজার আগমন সহজেই বররে আগমন হিসেবে চহ্নিতি হয়, যা দশ কুমারীর উপমায়ে কুমারীদের পাত্ররে তলে থাকা বা না থাকার ফলে তাঁদের মধ্য সৃষ্টি হওয়া মধ্যরাত্ররির সংকটরে সঙ্গে ঘটে। এখন যে মধ্যরাত্ররির সংকট এসে উপস্থতি হচ্ছে, শিরোনাম যমেন নরিদশে করে—সটেই দশ কুমারীর জন্ম শেষে সংকট। সেই সংকটে তারা পূর্বকাশ করে, তাঁদের কাছে তলে আছে কনিই। তলেটিকবেল পবতির আত্মা নয়; এটকিে স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়তি করা হয়েছে পবতির আত্মা হিসেবে, আবার সঠিকি বার্তা হিসেবে, এবং সঠিকি চরতির হিসেবেও।

সঠিক পদ্ধতি মধ্যরাত্রির আর্তনাদরে সঠিক বার্তা প্রতীষ্টি করে, এবং সেই বার্তাটি গ্রহণ করে সে অনুযায়ী চললে সঠিক চরিত্র গঠিত হয়। শেষ সংকটে সেই চরিত্রই ঈশ্বরকে সীল গ্রহণ করে। ঈশ্বরের প্রজাদরে সীলমোহর দেওয়ার প্রক্রিয়া পূর্ব বাতাসরে দিনে আগমনে, ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরে, শুরু হয়েছিল। তখন সেই সময়ে বার্তাটি খিতে বলা হয়েছিল। খাওয়া হবে কি হবে না—এটা যিশাইয়ার 'তর্ক' দ্বারা, এবং তর্কে প্রহরীরা কী উত্তর দেবে—এই বিষয়ে হাবাক্কুককে প্রশ্নের দ্বারাও, প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। মথি পঁচিশ অধ্যায় ও হাবাক্কুককে বলিম্বরে সময় উপাসকদের দুই শ্রুণেকি চিত্রিত করে সমাপ্ত হয়। প্রকাশিত বাক্যের একাদশ অধ্যায়ে সাড়ে তিন দিন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বলিম্বরে সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

সেই প্রতীক্ষার সময়টি নবম খণ্ডের ওই অধ্যায়ে শুরুতেও উপস্থাপিত হয়েছে, হিব্রুদের পত্র থেকে একটি অংশের মাধ্যমে, যখন পল হাবাক্কুক গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ পদটির ভাবানুবাদ করছেন। পলের সেই উল্লেখ হাবাক্কুক দ্বিতীয় অধ্যায়কে তৃতীয় স্বর্গদূতের আন্দোলনের পরিসরে স্থাপন করে, কারণ ঐ ইতিহাসেই খ্রিস্ট মহাপবতির স্থানে প্রবেশ করেছিলেন, এবং ঐ ইতিহাসেই তাঁর মহাজাতীয় সবার আলো উদ্ঘাটিত হয়েছিল; আর ঈশ্বরের বাক্যে খ্রিস্টের মহাজাতীয় সবার সবচেয়ে স্পষ্ট প্রকাশটি পল হিব্রুদের পত্রই তুলে ধরছেন।

প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলনের সময় হাবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ে খ্রিস্টের অতপিবতির স্থানে প্রবেশকে এখনও স্বীকৃত দেওয়া হয়নি, কারণ মধ্যরাত্রির আর্তনাদরে ঘোষণার সমাপ্তি পর্যন্ত তা ঘটেনি। পল যে 'প্রতীক্ষার সময়'-এর কথা বলেছেন, সেটাই হাবাক্কুক ও মথি 'প্রতীক্ষার সময়'; কিন্তু সেটাই সেই প্রতীক্ষার সময় যা ১৮ জুলাই, ২০২০-এ শুরু হবে। হাবাক্কুককে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শেষ পদটি মিলির আন্দোলনের ইতিহাসে মধ্যরাত্রির আর্তনাদরে সমাপ্তি এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমনকে প্রতিনিধিত্ব করে:

কিন্তু প্রভু তাঁর পবতির মন্দরিতে রয়েছে: তাঁর সম্মুখে সমস্ত পৃথিবী নীরব থাকুক।  
Habakkuk 2:20.

সাক্ষ্যসমূহের নবম খণ্ড, এগারো নম্বর পৃষ্ঠা (নাইন-ইলভেন) থেকে শুরু করে, দশ কুমারীর উপমা, অপেক্ষার সময় ও এটির হাবাক্কুক ও ম্যাথিউর সঙগে সংযোগ, এবং চূড়ান্ত সংকট ও ১১ সেপ্টেম্বরে, ২০০১—যখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বতিরক এসে পৌঁছায়—এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিয়ে।

"পরচ্ছিদে ১—রাজার আগমনের জন্ম

'আর অলপক্ষণ, তারপর যনি আসবনে তিনি আসবনে, বলিম্ব করবনে না।' হিব্রু ১০:৩৭।

শেষ সংকট

আমরা শেষে সময়ে বাস করছি। সময়ের দ্রুত পূরণ হতে থাকা লক্ষণসমূহ ঘোষণা করছে যে খ্রিস্টের আগমন অতি সন্নিকটে। যে দিনগুলোতে আমরা বাস করছি, সেগুলো গম্ভীর ও গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বরের আত্মা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই পৃথিবী থেকে প্রত্যাহার করা হচ্ছে। ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অবজ্ঞা করা লোকদের ওপর ইতিমধ্যেই মহামারি ও বিচার নামে আসছে। স্থল ও সমুদ্রে বিপর্যয়, সমাজের অস্থির অবস্থা, যুদ্ধের আতঙ্ক—এসব ভয়ানক পূর্বলক্ষণ। এগুলো অতি বিহৎ পরিসরের আসন্ন ঘটনাবলির পূর্বাভাস দিয়ে।

অশুভ শক্তগিলো তাদরে বল একতর করছে এবং নিজদেরে সংহত করছে। তারা চূড়ান্ত মহাসঙ্কটরে জন্য নিজদেরে শক্তিশালী করছে। শীঘ্রই আমাদরে বশ্বিবে বড় পরবিরতন ঘটবে, এবং শেষেরে ঘটনাপ্রবাহ হবো অত্য়ন্ত দ্রুত।

পৃথিবীর পরিস্থিতি দিখোচ্ছো যে সঙ্কটময় সময় একবোরই আমাদরে ওপর এসে পড়ছে। দনৈকি পত্রকিাগুলো নকিট ভবষিযতরে এক ভয়াবহ সংঘাতরে নানা ইঙ্গতি ভেরা। দুঃসাহসী ডাকাত ঘন ঘন ঘটছে। ধর্মঘট সাধারণ ঘটনা। চুরি আর খুন সর্বত্রই ঘটছে। পশিাচগ্রসত মানুষ পুরুষ, নারী ও ছোট ছোট শশ্বিদরে প্রাণ কড়ে নচ্ছো। মানুষ পাপাচারে মোহাবষিট হয়ে পড়ছে, আর সব রকমরে অশুভই প্রাধান্য পাচ্ছো।

শত্রু ন্যায়বচারকো বকিত করতে এবং স্বার্থসদিধরি লোভে মানুষরে হৃদয় ভরষিে দতিে সফল হয়ছে।

'ন্যায় দূরে দাঁড়ষিে আছে; কারণ সত্য রাস্তায় পড়ে গেছে, আর ন্যায়পরায়ণতা প্রবশে করতে পারে না।' যশিইয়া ৫৯:১৪। বৃহৎ শহরগুলোতে দারদির্য ও হতদশায় অসংখ্য মানুষ বাস করছে, খাদ্য, আশ্রয় ও বস্তুতরে প্রায় সম্পূরণ অভাবে; অথচ সেই একই শহরে আছে এমন লোকো, যাদরে মন যা চাইতে পারে তার থেকেও বেশি আছে, যারা বলিাসে জীবন যাপন করে, তাদরে অর্থ ব্যয় করে বহুমূল্য আসবাবপত্রে সজ্জতি ঘরবাড়তি, ব্যক্তিগত সাজসজ্জায়, বা আরও ভয়াবহভাবে, ইন্দ্রিয়তৃপ্তি প্ররণে—মদ, তামাক, এবং এমন সব বস্তুতে যা মস্তষিকরে শক্তি ধ্বংস করে, মনকে ভারসাম্যহীন করে এবং আত্মকো অধঃপতি করে। ক্ষুধারত মানবতার আরতনাদ ঈশ্বররে সম্মুখে উঠছে, এদকিে শোষণ ও চাঁদাবাজরি সব রকম কৌশলে মানুষ বরিট ধনসম্পদরে পাহাড় গড়ছে।

একবার নডি ইয়রুক শহরে থাকাকালে, রাতরকিালে আমাকে আকাশরে দকিে তলা ওপর তলা উঠে চলা ভবনগুলো দেখতে ডাকা হয়ছিলি। এই ভবনগুলোকো অগ্নিনিরোধক বলে গ্যারান্টি দেওয়া হয়ছিলি, এবং সগুলো নরিমতি হয়ছিলি তাদরে মালকি ও নরিমাতাদরে গৌরবান্বতি করার জন্য। আরও উঁচু, আরও উঁচু হয়ে এসব ভবন উঠতে লাগল, এবং তাতে ব্যবহৃত হচ্ছিলি সর্বাধিকি ব্যবহুল উপকরণ। যাদরে এই ভবনগুলো ছিলি, তারা নিজদেরেকে প্রশ্ন করছিলিে না: 'আমরা কীভাবে ঈশ্বরকে সবচেষে ভালোভাবে গৌরবান্বতি করতে পারি?' প্রভু তাদরে চিন্তায় ছিলিে না।

আমি ভাবলাম: 'আহা, যারা এভাবে তাদরে সম্পদ বনিয়োগ করছে, তারা যদি তাদরে কার্যধারাকে ঈশ্বর যমেন দেখেনে তমেনি দেখতে পারত! তারা একরে পর এক দৃষ্টিনিন্দন ভবন গড়ে তুলছে, কনিতু মহাবশ্বিরে অধিপতিরি দৃষ্টতিে তাদরে পরকিল্পনা ও কৌশল কতটাই না মূর্থতা। কীভাবে তারা ঈশ্বরকে মহিমাবতি করতে পারে—এ বষিে তারা হৃদয় ও মনরে সমস্ত শক্তি দিষিে চিন্তা করছে না। এটি—মানুষরে প্রথম কর্তব্য—তাদরে দৃষ্টথিকে সরে গেছে।'

যখন এই সুউচ্চ ভবনগুলো নরিমতি হচ্ছিলি, মালকিরো উচ্চাভিলাষী গর্ববে উল্লসতি ছিলি যে নিজদেরে ভোগ-বলিাসে এবং প্রতবিশৌদরে ঈর্ষা উদ্রকে করতে তারা অর্থ ব্যয় করতে পারে। এভাবে তারা যে অর্থ বনিয়োগ করত তার বড় অংশই জুলুম করে আদায়, দরদিরদরে শোষণ করে অর্জতি ছিলি। তারা ভুলে গষিছিলি যে স্বর্গে প্রতটি ব্যবসায়কি লনেদনেরে হিসাব রাখা হয়; প্রতটি অন্যায় চুক্তি, প্রতটি প্রতারণামূলক কাজ সখোনে লপিবিদ্ধ থাকে। সময় আসছে যখন প্রতারণা ও উদ্ধততায় মানুষ এমন এক সীমায় পৌঁছবে, যা প্রভু তাদরে অতিক্রম করতে দেবেনে না, এবং তারা শথিবে যে যহিোবার সহনশীলতারও একটি সীমা আছে।

"পরবর্তী য়ে দৃশ্যটি আমার সামনে ভেসে উঠল, তা ছিল আগুন লাগার সতর্কবার্তা। মানুষজন উঁচু এবং কথতিভাবে অগ্নিনিরোধক ভবনগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল: 'এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপদ।' কনিতু এই ভবনগুলো এমনভাবে পুড়ে গলে যনে এগুলো আলকাতরা দয়ি়ে তরৈি দমকল ইঞ্জিনিগুলো ধ্বংস ঠকোতে কছিই করতে পারল না। দমকলকর্মীরা ইঞ্জিনিগুলো পরচিলনা করতেও সক্ষম হলো না।" সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৯, ১১-১৩।

'পদ্ধতি' নিয়ে য়ে 'বতির্ক' দানয়িলে অধ্যায় ১ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা সময়পর্বরে সূচনায ঘটছেলি; এবং য়া দানয়িলে অধ্যায় ১ থেকে ৩-এও প্রতিনিধিত্ব করা হযছে; এবং ১১ আগস্ট, ১৮৪০ থেকে শুরু হওয়া ইতহিস দ্বারাও; এবং গাললিরি সংকটরে সময় যোহন অধ্যায় ৬-এর ইতহিসও; এবং ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর (১৮ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত) ইতহিস দ্বারাও—তা এখন আবার পুনরাবৃত্ত হচ্ছ, সামগ্রিকভাবে অ্যাডভেন্টজিমরে মধ্যযে নয়, বরং মরুপ্রান্তরে আহ্বানকারী একটুকণ্ঠ' দ্বারা তাদের জড়তা থেকে জাগিয়ে তোলা হচ্ছ এমন মৃত শুষ্ক অস্থিগুলোর মধ্যযে।

আমরা পরবর্তী পূর্ববন্ধে ইশাইয়ার ২৮ ও ২৯ অধ্যায়ে উপস্থাপতি অনুযায়ী পরবর্তী বৃষ্টি হসিবে পদ্ধতিটি নিয়ে আলোচনা করব।

আর আমি প্রভুর কণ্ঠও শুনলাম—তনি বিললনে, 'আমিকাকে পাঠাব, আর আমাদরে পক্ষকে যাব?' তখন আমি বিললাম, 'আমি আছি; আমাকে পাঠান।' তনি বিললনে, 'যাও, এই জাতকি বলা: তোমরা শুনতে তো পাও, কনিতু বোঝ না; দেখতে তো পাও, কনিতু উপলব্ধি করো না। এই জাতরি হৃদয়কে মোটা করে দাও, তাদের কান ভারী করে দাও, আর তাদের চোখ বন্ধ করে দাও; নইলে তারা তাদের চোখে দেখে, তাদের কানে শোনে, তাদের হৃদয়ে বুঝে, ফরি আসে এবং আরোগ্য লাভ করে।' তখন আমি বিললাম, 'হে প্রভু, কতদনি?' তনি উত্তর দলিনে, 'যতক্ষণ না নগরগুলো বাসনিদাহীন হযে ধ্বংসস্তুপ হয, ঘরবাড়িতে মানুষ না থাকে, আর দেশে সম্পূর্ণ বরান হযে যায়; এবং প্রভু মানুষদের দূরে সরিয়ে দনে, এবং দেশেরে মধ্যযে এক মহা পরতিয়াগ ঘটবে। তবু তাতে এক-দশমাংশ থাকবে, এবং তা আবার ফরি আসবে, এবং ভক্ষতি হবে; যমেন টরেবেনিথ ও ওক, যাদরে পাতা ঝরলেও তাদের গুঁড়ি থাকে—তমেনই পবতির বীজই হবে তার গুঁড়ি।' ইশাইয়া ৬:৮-১৩।